গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস

(গেয়ারভী শরীফ, কাসিদায়ে গাউসিয়া শরীফ, খতমে গাউসিয়া শরীফ, ক্বাদেরিয়া তরিকার ছবক)

গেয়ারভী শরীফের ভিত্তি ও ইতিকথা

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান নঈমী গুজরাটী (রহঃ) স্বীয় রচিত তাফসীর- আহছানুত তাফাসীর-সংক্ষেপে তাফসীরে নঈমীর প্রথম পারা সুরা বাক্বারা ২৭ নম্বর আয়াত পৃষ্ঠা ২৯৭ তে হযরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গেয়ারভী শরীফের ভিত্তি ও ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগণের গেয়ারভী শরীফ পালনের ইতিকথা বর্ননা করেছেন। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো ঃ

(১) হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক গেয়ারভী শরীফ পালন

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম বেহেস্ত হতে দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর সান্নিধ্য ও স্বর্গসুখ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এবং নিজেদের সামান্য ভুলের অনুশোচনায় তিনশত বৎসর একাধারে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন এবং তাওবা করেছিলেন। তাঁদের প্রথম আমল ছিল অনুতাপ ও তাওবা। তাই আল্লাহর নিকট বান্দার তাওবা ও চোখের পানি অতি প্রিয়। তিনশত বৎসর পর আল্লাহর দয়া হলো। হযরত আদম আলাইহিস সালামের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা কতিপয় তাওবার দোয়া গোপনে ঢেলে দিলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম সে সব দোয়া করে অবশেষে আল্লাহর আরশে আল্লাহরই নামের পার্শ্বে লিখা নাম "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" (দঃ)-এর উছিলা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। আল্লাহ্ এতে খুশী হয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর তাওবা কবুল করলেন। ঐ দিনটি ছিল আশুরার দিন- অর্থাৎ মুহররমের ১০ তারিখ রোজ শুক্রবার। এ মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালাম ঐ রাতে অর্থাৎ ১১ই রাতে তাওবা কবুল ও বিপদ মুক্তির শুক্‌রিয়া স্বরূপ মুযদালিফায় যে বিশেষ ইবাদত করেছিলেন- তারই নাম গেয়ারভী শরীফ।

(২) হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম মহা প্লাবনের সময় রজব মাসের ১০ তারিখ থেকে মুহররম মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাস ৭২ জন সঙ্গী নিয়ে কিস্তির মধ্যে ভাসমান ছিলেন । গাছ-গাছালী, পাহাড়-পর্বত সব কিছু ছিল পানির নীচে । অতঃপর আল্লাহর রহমতে ছয়মাস পর তাঁর নৌকা জুদী পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকলো । পানি কমে গেলে তিনি দুনিয়ায় নেমে আসেন । ঐ তারিখটিও ছিল আশুরার দিবস । তিনি এই মহাবিপদের মহামুক্তি উপলক্ষে সকলকে নিয়ে ১১ই রাত্রে শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত করেছিলেন । এটা ছিল নূহ নবীর (আঃ) গেয়ারভী শরীফ ।

(৩) হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে কোন রকমেই তাঁর ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করতে না পেরে এবং সকল বাহাছ-বিতর্কে পরাজিত ও নাস্তনাবুদ হয়ে অবশেষে জালেম বাদশাহ নমরূদ হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো । চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁকে অগ্নিকুন্ডের মধ্যে রাখা হলো । আল্লাহর অসীম রহমতে আগুনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং অগ্নিকুন্ড ফুল বাগিচায় পরিণত হলো । চল্লিশ দিন পর যেদিন হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে বের হয়ে আসলেন —সে দিনটিও ছিল আশুরার দিন । তিনি এই মহামুক্তির শুক্‌রিয়া আদায় করলেন ১১ই রাত্রে । তাই এটা ছিল হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের গেয়ারভী শরীফ ।

(৪) হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আপন প্রিয়তম পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারিয়ে চল্লিশ বৎসর একাধারে কান্নারত ছিলেন । কোরআনে বর্ণিত বহু ঘটনার পর অবশেষে তিনি হারানো পুত্রকে ফিরে পেলেন এবং তাঁর অন্ধ চক্ষু হযরত ইউসুফের জামার বরকতে ফিরে পেলেন । এই দীর্ঘ বিপদ মুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন । তিনি ঐ রাত্রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন । এটা ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ ।

(৫) হযরত আইউব আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিশেষ পরীক্ষা স্বরূপ দীর্ঘ আঠার বৎসর রোগ ভোগ করে অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন । তাঁর এই রোগমুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন । তিনি এই রোগমুক্তি ও ঈমানী পরীক্ষা পাশের শুকরিয়া স্বরূপ ১১ই রাত্রটি ইবাদতে কাটালেন । এটা ছিল হযরত আইউব (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ ।

(৬) হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ও বণী ইসরাঈলকে মিশরের অধিপতি ফেরাউন বহু কষ্ট দিয়েছিল । নবীর সাথে তার

বেয়াদবী যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার খোদায়ী দাবীর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুছা আলাইহিস সালাম শিশুসহ বার লক্ষ বণীইসরাইলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন। সামনে নীল নদ। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর লাঠির আঘাতে নীলনদের পানি দ্বিখন্ডিত হয়ে দু'দিকে পাহাড়ের মত দেয়াল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যায় এবং বারটি শুকনো রাস্তা হয়ে যায়। প্রত্যেক রাস্তা দিয়ে একলক্ষ লোক তড়িৎ গতিতে অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে এশিয়া ভূ-খন্ডে প্রবেশ করে। ফেরাউন তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে দু'দিকের পাহাড়সম পানির আঘাতে স্বসৈন্যে ডুবে মরে। হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের এই মহা মুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি সঙ্গীসহ ১১ই রাত্র শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। এটা ছিল হযরত মুছা আলাইহিস সালামের গেয়ারভী শরীফ। নবী করিম (দঃ) মদিনার ইহুদী জাতিকে আশুরার দিনে রোযা পালন করতে দেখেছেন। তাই উম্মতে মোহাম্মাদির জন্য আশুরার রোযা রাখা নফল করে দিয়েছেন।

(৭) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর মাছের পেট থেকে মোসেলের নাইনিওয়া নামক স্থানে মুক্তি পেয়েছিলেন। সেদিনটিও ছিল আশুরার দিন। তাই তিনি ঐ রাত্রে খোদার শুক্‌রিয়া আদায় করেছিলেন খুব দুর্বল অবস্থায়। কাজেই এটা ছিল হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ।

(৮) হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম একশ'তম বৈধ বিবাহের কারণে আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে তাওবা করেন। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করে খুশী হয়ে যান। ঐ দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তাই তিনি ঐ রাত্রে শুকরিয়া আদায় করেন। এটা ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ।

(৯) হযরত ছোলায়মান আলাইহিস সালাম একবার রাজ্য ও সিংহাসন হারা হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর জ্বীন জাতি কর্তৃক লুক্কায়িত তাঁর হারানো আংটি ফেরত পেয়ে রাজ্য ও সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং জ্বীন জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ রাত্রেই হারানো নেয়ামতটি ফেরত পাওয়ার শুকরিয়া আদায় করেন। এটা ছিল হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ।

(১০) হযরত ইছা আলাইহিস সালামকে ইহুদী জাতি কখনও বরদাস্ত করতে পারেনি। ইহুদী রাজা হেরোডেটাস গুপ্তচর মারফত হযরত ইছা (আঃ)কে গ্রেফতার করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ইছা (আঃ) কে জিব্রাইলের মাধ্যমে

আকাশে তুলে নেন এবং ঐ গুপ্তচরের আকৃতি পরিবর্তন করে ইছা আলাইহিস সালামের আকৃতির অনুরূপ করে দেন। অবশেষে ইছা (আঃ)-এর শত্রুই ধৃত হয়ে শুলে বিদ্ধ হয়। হযরত ইছা (আঃ)-এর আকাশে উত্তোলনের দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ রাত্রে আকাশে খোদার শুক্‌রিয়া আদায় করেন। এটাই হযরত ইছা (আঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ।

(১১) নবী করিম রাউফুর রাহীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা দেন। কিন্তু মক্কার অদূরে হোদায়বিয়ায় পৌঁছে মক্কার কোরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ১৯ দিন পর অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে তিনি সে বৎসর ওমরাহ্ না করেই মদিনার পথে ফিরতি যাত্রা করেন। সাহাবায়ে কেরাম এটাকে গ্লানি মনে করে মনক্ষুন্ন হলেও রাসুলে পাকের নির্দেশ নতশীরে মেনে নেন। মদিনার পথে কুরা গামীম নামক স্থানে পৌঁছে নবী করিম (দঃ) বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেন। ঐখানে সুরা আল-ফাতাহ্-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এতে মনক্ষুন্ন সাহাবায়ে কেরামকে শান্তনা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "হে রাসুল! আমি আপনার কারণেই হোদায়বিয়ার সন্ধিটিকে একটি মহান বিজয় হিসাবে দান করেছি। আপনার উছিলায়ই আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন।"

যেদিন এই সুসংবাদবাহী আয়াত নাযিল হয়- সেদিনটিও ছিল মুহররম মাসের ১০ তারিখ। মহা বিজয় ও গুনাহ মাগফিরাতের সুসংবাদ শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম হোদায়বিয়া চুক্তির প্রকৃত রহস্য বুঝতে পারেন। নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ঐ ১১ই রাত্র আল্লাহ্ তায়ালার শুক্‌রিয়া আদায় করে কাটিয়ে দেন। এটা ছিল হুযুর (দঃ)-এর গেয়ারভী শরীফ।

এখানে সর্বসমেত ১১ জন নবীর গেয়ারভী শরীফের দলীল পেশ করা হলো। অন্যান্য নবীগণের ঘটনাবলী এবং কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনাও ১০ই মুহররম তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। গেয়ারভী শরীফের তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই মাত্র ১১টি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।